মুজিবনগরে কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম ও ট্যুর গাইড প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য গ্রামীণ পর্যটনশিল্পের উন্নয়েনের প্রয়োজনে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি-২০৩০) অর্জন ত্বরান্বিত করতে গ্রামীণ পর্যটনের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (UNWTO) এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী একজন পর্যটক ১০টি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে থাকে।

বৈশ্বিক জিডিপিতে পর্যটনের অবদান ১০% পৃথিবীর অনেক দেশের জনগণের আয়ের অন্যতম উৎস হচ্ছে পর্যটন। পর্যটন একটি সেবাধর্মী শ্রমঘন শিল্প। প্রস্তাবিত জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ এ পর্যটনকে একটি শিল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রস্তাবিত শিল্পনীতি অনুযায়ী পর্যটনে ১২টি উপখাতের আওতায় ১২০টিরও অধিক বিষয়কে পর্যটন শিল্পের আওতায় আনা হয়েছে যার মধ্যে কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম, ট্যুর গাইড, পরিবহন ও আবাসন খাত অন্যতম।পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটলে বাংলাদেশের স্থানীয় জনপদের লোকজন উপকৃত হবে তারাই পর্যটনের উন্নয়নে এগিয়ে আসবে।

এছাড়াও গ্রামের মানুষের মধ্যে মমত্ববোধ, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, সহযোগিতা, একতা, সাম্য বৃদ্ধি পাবে যা বর্তমানে চলমান উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে সহযোগিতা করবে এবং বাস্তবায়িত হবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা।

সেই লক্ষমাত্রা কে সামনে রেখে, মুজিবনগরে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে, দিন ব্যাপি কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম ও ট্যুর গাইড প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকালে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ কমপ্লেক্স অডিটরিয়ামে,বর্তমান সরকারের ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতিহারে অন্যতম প্রতিশ্রুতি “আমার গ্রাম আমার শহর” ধারণাটি গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ নেপাল ও ভারতসহ বিশ্বের অনেক দেশে গ্রামীণ ট্যুরিজম উন্নয়ন করা হচ্ছে, কারণ গ্রামীণ

আনোয়ার হোসেন ভূঁইয়া মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার ট্যুরিজম উইন্ডো এর সত্ত্বাঅধিকারী(বিশিষ্ট ট্যুর গাইড) মনিরুজ্জামান মাসুম বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এর সরকারি পরিচালক মাজহারুল ইসলাম,

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এর সহকারী পরিচালক বোরহান উদ্দিন এবং মুজিবনগর টুরিস্ট পুলিশের পুলিশ উপ-পরিদর্শক দুই দিনব্যাপী কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম ও ট্যুর গাইড প্রশিক্ষণে, মুজিবনগর উপজেলার ৬০ জন ট্যুর গাইড, ৩০ জন কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম উদ্যোক্তা এবং ৯০ জন পরিবহন কর্মীকে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৭ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে পুলিশের গত ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে ৭ আসামি গ্রেফতার হয়েছে। এদের মধ্যে নিয়মিত মামলায় ৬ জন ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১ আসামি রয়েছে।

শুক্রবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে আজ শনিবার (১০ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ৪ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় ১ আসামি গ্রেফতার করে। এছাড়া মুজিবনগর থানা পুলিশ ১ আসামি ও সদর থানা পুলিশ ১ আসামি গ্রেফতার করেছে। ২৪ ঘন্টায় মোট ৪ টি মামলা রেকর্ড করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট থানা সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অঅব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এসব গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ শনিবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকারী অবসরপ্রাপ্ত কমিটির চতুর্থ সম্মেলন

মেহেরপুরে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকারী অবসরপ্রাপ্ত সামরিক সদস্য কল্যাণ কমিটির চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার বেলা ১১ টার সময় কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দদের সমন্বয়ে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াডোব গ্রামে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবী এবং মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার দাবী তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন অনারারি ক্যাপ্টেন একেএম ফজলুল হক। সার্জেন্ট মোহাম্মদ লফিজ উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলামের সন্ঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,ভেড়ামারা কুষ্টিয়া অঞ্চলের সভাপতি সিনিয়র অফিসার আব্দুস সামাদ,রবিশাল জেলা সভাপতি সার্জেন্ট শাহজাহান আলী,দিনাজপুর জেলা সভাপতি ওহিদুজ্জামান,জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ব বিদ্যালয়ের তথ্য গবেষনা বিষয়ক সম্পাদক সফিউল ইসলাম,ল্যান্স কর্পোরাল শাহাদত আলী, খুলনা বিভাগের সার্জেন্ট মোছাঃ হাসিনা বেগম ।

এসময় ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় সামরিক সদস্যদের ভুমিকা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন বক্তারা। অবসরপ্রাপ্ত সকল সামরিক সদস্যদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেবার দাবী জানানো হয়।

দর্শনায় থানা যুবদলের পরিচিতি সভা

দর্শনা থানা যুবদলের পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বিকাল সাড়ে চারটার দিকে দর্শনা পৌর এলাকার দক্ষিন চাঁদপুর শাপলা পার্কে জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে এ পরিচিতি সভা ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা থানা যুবদলের আহবায়ক জালাল উদ্দিন লিটনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য খাজা আবুল হাসনাত। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত থেকে জেলা যুবদলের সাধারন সম্পাদক সাইফুর রসীদ ঝন্টু বলেন, সময় এসেছে গনতন্ত্র পুনঃউদ্ধারে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ডাকে সকল আন্দোলনে বিএনপির অঙ্গসংগঠনের তৃনমূল পর্যায়ের সকল নেতাকর্মীদের শতভাগ উপস্থিতি থেকে হাতে হাত রেখে কাজ করতে হবে।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য হাবিবুর রহমান বুলেট, জেলা শ্রমিকদলের শফিকুল ইসলাম সাবু, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক নাহারুল ইসলাম মাস্টারসাবেক চেয়ারম্যান আহাম্মেদ হোসেন, সাবেক চেয়ারম্যান আকতার হোসেন, বিএনপি নেতা নাসির উদ্দিন খেদু, শরিফ উদ্দিন, রেজাউল ইসলাম,লুতফর রহমান,খাইরুল আলম,আসলাম উদ্দিন, থানা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক দর্শনা পৌর যুবদলের আহবায়ক ফারুক হোসেন,সদস্য সচিব জালাল উদ্দীন, সেচ্ছাসেবকদলের মজনু শাহ, ছাত্রদলের পলাশ,মুফা,সুজন,রাজ,ছাইদুর, ডাবলু, আঃ হাই,জাকির হোসেন, মামুন, শাহারুল প্রমূখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন থানা যুবদলের সদস্য সচিব সাজেদুর রহমান মিলন।

জাতীয় নিরাপত্তা সেলের প্রধান

নির্বাহীর সাথে চুয়াডাঙ্গা চেম্বারস নেতৃবৃন্দের সাক্ষাত

আলমডাঙ্গার কৃতি সন্তান মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীন জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত সেলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মীর শহীদুল (বিপিএম(বার)পিপিএম’ এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেছেন চুয়াডাঙ্গা চেম্বার অব কমার্স এর নেতৃবৃন্দ।

গতকাল বেলা ১১ টার দিকে আলমডাঙ্গা কলেজপাড়ায় মীর শহিদুল ইসলামের নিজ বাড়ীতে চেম্বার নেতৃবৃন্দ তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি ইয়াকুব আলী মালিক,সিনিয়র সহ-সভাপতি সাহরিন মাালিক,সহ-সভাপতি মঞ্জুরুল আলম লার্জ,পরিচালক তসলিম আরিফ বাবু,আরিফ হোসেন জোয়ার্দার সোনা,কামরুল ইসলাম হীরা,সালাউদ্দিন মিঠু,সদস্য শিশির ইসলাম,আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি শাহ আলম মন্টু,সম্পাদক হামিদুল আজম,ঠিকাদার, আহসান উল্লাহ, জয়নাল আবেদীন ক্যাপ, চেম্বারের সচিব খাইরুল ইসলাম,,মহনা বন্ধু সমিতির সম্পাদক শামসুজ্জোহা শাবু প্রমুখ ।

উল্লেখ্য জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা- ৪৯ অনুযায়ী মীর শহীদুল ইসলামকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর অথবা যোগদানের তারিখ থেকে পরবর্তী দুই বছর মেয়াদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়ে গত রোববার আদেশ জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। নিয়োগ পাওয়ার পর মীর শহিদুল ইসলাম তার নিজ বাড়ী আলমডাঙ্গায় স্বজনদের সাথে দেখা করতে আসেন।

আলমডাঙ্গায় বউ না আসায় অভিমানে

যুবকের আত্ম*হত্যা

আলমডাঙ্গার তিয়রবিলায় নিখোঁজের তিনদিন পর যুবকের ঝুঁ◌ঁলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার বিকেল ৫ টার দিকে স্থানীয়রা মাঠে ঘাস কাটতে গেলে অর্ধগলিত ঝুঁলন্ত লাশ দেখতে পায়।

স্থানীয় তিয়রবিলা ফাঁড়িপুলিশকে খবর দিলে যুবকের ঝুঁলন্ত লাশ উদ্ধার করে। নিহত যুবক তরিকুল ইসলাম (২০) তিয়রবিলা গ্রামের সাহেব আলীর ছেলে। খবর পেয়ে গতকাল শুক্রবার রাতে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর সার্কেল আনিসুজ্জামান লাল, আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক ওসি (তদন্ত) আব্দুল আলিম, পরিদর্শক ওসি (অপারেশন) একরামুল হক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের তিয়রবিলা গ্রামের সাহেব আলীর ছেলে তরিকুল ইসলাম (২০)। গত ১ মাস পূর্বে চুয়াডাঙ্গা সদর সম্ভুপুর গ্রামের অন্তরার সাথে পারিবারিক ভাবে বিবাহ হয়।

বিবাহের ফিরিনি শেষে তরিকুল বাড়িতে ফিরে আসে। পরবর্তীতে তার স্ত্রীকে আনতে গেলে সে আসবে না বলে ফিরিয়ে দেয়। পূণরায় তরিকুলের পিতা আবারো তার ছেলের বউকে আনতে গেলে সে আসবে বলে জানায়।

বউ আসবে না এমন ক্ষোভে গত ৭ সেপ্টেম্বর বুধবার বিকেলে রাজমিস্ত্রীর কাজ করার অজুহাতে বাড়ি থেকে বের হয় তরিকুল।সে রাতে বাড়ি ফিরে না আসায় পরিবারের লোকজন চারিদিকে খোঁজ করতে থাকে।

গত ৩ দিন পার হলেও তরিকুলের খোঁজ মেলেনি। শুক্রবার বিকেল ৫ টায় তিয়রবিলা গ্রামের প্রতিবেশী আব্দুল আজিজ মাঠে ঘাস কাটতে যায়। এসময় আজিজ ভাটুই নদীর পাশে পৌছালে দুর্গন্ধ পেতে থাকে। হঠাৎ সে ভাটুই নদীর পাশের তেঁতুল গাছে অর্ধগলিত যুবকের মরদেহটি দেখতে পায়। তার চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এসে লাশ সনাক্তের চেষ্টা করে।

লাশ কেউ চিনতে না পারায় তরিকুলের মা লাশটি দেখে তার ছেলে বলে দাবি করে নিশ্চিত করে। খবর পেয়ে তিয়রবিলা ফাঁড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে লাশ উদ্ধার করে। গতকাল শুক্রবার রাত ৯ টায় সুরতহাল রিপোর্ট শেষে ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠায়।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি (তদন্ত) আব্দুল আলিম জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক বিয়ে কেন্দ্রীক অভিমানে আত্নহত্যার ঘটনা হতে পারে। তদন্ত অনুযায়ী ঘটনার আসল কারণ জানাযাবে।

দর্শনা কেরু ও আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট পরিদর্শন করলেন বিমান ও পর্যটক মন্ত্রণালয়ের সচিব

দর্শনা কেরু ও আন্তজার্তিক চেকপোস্ট দর্শনা পরিদর্শন করেছেন বেসামরিক বিমান ও পর্যটক সচিবসহ তিন সদস্যর একটি প্রতিনিধি দল।

গতকাল শুক্রবার বিকালে বেসামরিক বিমান ও পর্যটক সচিব মোঃ মোকাম্মেল হোসেনসহ তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল কেরুর ডিস্টিলারি বিভাগ ও দর্শনা আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট পরিদর্শন করেন।

পুলিশ জানায় ঐদিন বিকাল সাড়ে চারটার দিকে প্রতিনিধিদল সরাসরি কেরুর লাভ জনক প্রতিস্ঠান ডিস্টিলারির বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে ঘুরে দেখার পর দর্শনা চেক পোস্টে যান।পরিদর্শন শেষে বিকাল পাঁচটার দিকে মুজিবনগরের উদ্দেশ্যে দর্শনা ত্যাগ করেন।

এ সময় অতিরিক্ত সচিব ও বিটিভি সিও আবু তাহের মোহাম্মদ জাবের,পর্যটক চেয়ারম্যান আলি কদর,চুয়াডাঙা জেলা প্রশাসক মোঃ আমিনুল ইসলাম খান চুয়াডাঙ্গার নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট তারিকুজ্জামান, কেরু এ্যান্ড কোম্পানির এম ডি মোঃ মোশারফ হোসেন, মহা ব্যাবস্হাপক (অর্থ) সাইফুল ইসলাম, মহা ব্যা্বস্হাপক (কারখানা) সুমন কুমার সাহা, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগম, দর্শনা থানার ওসি এ এইচ এম লুৎফুল কবির উপস্হিত ছিলেন ও দর্শনা চেকপোস্ট ইমিগ্রেশনের ইনচার্জ আবু নাইম।

বিজয়ী দলকে মহিষ ও রানার্স আপ দলকে গরু প্রদান

মেহেরপুরের গোভীপুর ভৈরব ক্লাব আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২২ এর ফাইনাল খেলা শুক্রবার বিকালে গোভিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ফাইনাল খেলায় ফতেপুর একাদশ টাইব্রেকারে ৬-৫ গোলে শক্তিশালী নাবিলা এন্টারপ্রাইজকে পরাজিত করে শিরোপা জিতে নেয়।

বুড়িপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহজামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ফুটবল খেলার পুরুস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুল এমপি। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খান, পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম।

ফাইনাল খেলাটি নির্ধারিত সময়ে কোনো দলই গোল করতে না পারায় শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারের আশ্রয় নিতে হয়।
টাইব্রেকারে উভয় দলই ৭টি করে কেক নিয়ে ফতেপুর ৬টি এবং নাবিলা এন্টারপ্রাইজ ৫টি গোল করেন। ফতেপুর এর পক্ষে বিপা, কবীর,সুমন, বাল্লু, সবুজ এবং মাসুদ গোল করেন।

ফতেপুর এর আরিফের কিক বারে লেগে বাইরে চলে আসে। অপরদিকে নাবিলার পক্ষে হাসিব, রাজা, ওমর জাহিদ এবং রিয়াদ গোল করলেও দলের শামীম এবং রনির কিক বারে লেগে বাইরে চলে যায়।

খেলায় বিজয়ী দলের গোলরক্ষক জিয়া সেরা গোলরক্ষক, বিপা সেরা খেলোয়াড়। এবং রিজন ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন। সজীব স্পোর্টস এর পক্ষ থেকে ম্যান অব দ্য ম্যাচ পুরস্কার দেওয়া হয়।

খেলা পরিচালনা করেন সুমন তাকে সহযোগিতা করেন আলমগীর হোসেন লালটু এবং জাহাঙ্গীর হোসেন।

গোভিপুর মাঠে অনুষ্ঠিত গোভিপুর ভৈরব ক্লাব কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা দেখার জন্য এলাকার হাজার হাজার দর্শক

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]